লোভের পরিণতি

27-June-2019

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমাদের **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: يَآاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ اَنْجَاكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ اَهْوَالِهَا وَمَوَاطِنِهَا اَكْثَرُكُمْ عَلَيَّ صَلَاةً فِيْ دَارِ الدُّنْيَا অর্থাৎ হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিন এর ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমাদের মধ্যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।**(ফিরদাউসুল আখবার, ২/৪৭১, হাদীস নং-৮২১০)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম। **(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)**

দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

☆ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ☆ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ☆ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো।

☆ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ☆ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ☆ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ☆ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ☆ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ☆ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! লোভ ও লালসা মন্দ অভ্যাসগুলোর মধ্যে একটি মন্দ অভ্যাস, লোভী ব্যক্তিরা নফসের গোলাম হয়ে সর্বদা এদিক সেদিক ছুটতে থাকে আর অল্পতুষ্ট ব্যক্তিদের **আল্লাহ তায়ালা**র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের তৌফিক অর্জিত হয়। লোভী ব্যক্তির কোন চাহিদা পূরণ না হলে তবে সে অভিযোগ অনুযোগ করতে থাকে আর অল্পতুষ্ট ব্যক্তি তীব্র প্রচেষ্টা, উচ্চ মানসিকতা, সম্মান, তাকওয়া এবং ধৈর্য্যের নিদর্শন হয়ে থাকে। চাহিদার অনুসরন মানুষকে লোভ ও কৃপনতার আপদে লিপ্ত করে **আল্লাহ তায়ালা**র পথে ব্যয় করা থেকে দূরত্বের কারণ হয়। আজকের বয়ানে লোভ ও লালসার ক্ষতি এবং এর মন্দ পরিনতি সম্পর্কে শ্রবণ করবো। আসুন! এসম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

লোভ হলো মন্দ বালা!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করে: বণী ইসরাঈলে অসংখ্য আশ্চার্য বিষয় (Wonders) ছিলো, সুতরাং মানুষকে সে সম্পর্কে বলো, কেননা এতে কোন সমস্যা নাই, যদি আমি তোমাদের সামনে দু'জন বৃদ্ধা মহিলার কাহিনী বর্ণনা করি তবে অবশ্যই তোমরা আশ্চার্য হবে। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ইরশাদ করুন। তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি তার স্ত্রীতে খুবই ভালবাসতো, তাদের

উভয়ের সাথে তাদের অন্ধ ও বৃদ্ধা মা'ও থাকতো, স্বামীর মা একজন নেককার এবং সত্যবাদী মহিলা ছিলেন আর স্ত্রীর মায়ের চরিত্র খুবই খারাপ ছিলো, সে তার মেয়েকে তার স্বামীর মায়ের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলতো, অবশেষে একদিন স্ত্রী স্বামীকে বলেই দিলো যে, আমি তোমার প্রতি ততক্ষণ পর্যন্ত খুশি হবো না, যতক্ষণ তোমার মাকে আমার থেকে দূরে করে দিবে না! যেহেতু তার স্বামী স্ত্রীর প্রেমে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলো, সুতরাং সেই নিকৃষ্ট ব্যক্তি স্ত্রীর কথায় তার মাকে নিয়ে গিয়ে দূরের জঙ্গলে রেখে এলো, যাতে হিংস্র প্রাণীরা তাকে খেয়ে নেয়। যখন রাত হলো তখন তার বৃদ্ধা মাকে আক্রমণকারী প্রাণীরা ঘিরে নিলো, এমন সময় একজন ফিরিশতা এলেন এবং সেই বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করলো: এটা কিসের আওয়াজ, যা আমি তোমার আশেপাশে শুনছি? বৃদ্ধাটি বললো: খুবই ভাল, এগুলো তো গরু, উট এবং ছাগলের আওয়াজ। ফিরিশতা দোয়া করলো: ভালই হোক। এতটুকু বলে সে চলে গেলো। যখন সকাল হলো তখন সম্পূর্ণ উপত্যাকাটি গরু, উট এবং ছাগলে ভরে গিয়েছিলো। অন্যদিকে তার ছেলের মনে হলো যে, (আজ) মায়ের নিকট গিয়ে দেখি, তার কি অবস্থা হলো? সুতরাং যখন সে সেই জঙ্গলে পৌঁছলো তখন উট, ছাগল এবং গরুতে ভরা উপত্যাকাটি দেখে আতিশয় আশ্চার্য হয়ে গেলো। সে তার মাকে জিজ্ঞাসা করলো: হে আমার মা! এ কি অবস্থা? মা বললো: হে আমার বৎস! এসব **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে রিযিক এবং তাঁর দান আর তুমি আমার অবাধ্যতা করে আমার ব্যাপারে তোমার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করেছিলে। একথা শুনে অযোগ্য সন্তানের চোখ থেকে পর্দা সরে গেলো, সে তার মাকে কোলে নিলো এবং **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে তার অর্জিত নেয়ামতরাজি অর্থাৎ উট, গরু এবং ছাগলগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে আনন্দচিত্তে বাড়ি ফিরে এলো। এই দৃশ্য দেখে লোভী স্ত্রীর মুখে লালা এসে গেলো, সে তার স্বামীকে বললো: আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবো না, যতক্ষন পূর্যন্ত তুমি আমার মাকেও সেই জায়গায় ছেড়ে আসবে না, যেখানে তোমার মাকে ছেড়ে এসেছিলে, যাতে সেও এই নেয়ামতগুলো পেয়ে যায়, যা তোমার মা পেয়েছে। সুতরাং স্বামী তার স্ত্রীর বৃদ্ধা মাকেও (অর্থাৎ তার শাশুড়িকে) সেখানে ছেড়ে দিয়ে এলো, যেখানে তার মাকে ছেড়ে এসেছিলো, অতঃপর সে ফিরে এলো। যখন সন্ধ্যা হলো তখন হিংস্র প্রাণীরা তাকে ঘিরে নিলো, তার নিকট সেই ফিরিশতা তাশরীফ

নিয়ে এলো, যাকে **আল্লাহ তায়ালা** এর পূর্বে একজন বৃদ্ধা মহিলা অর্থাৎ স্বামীর মায়ের নিকট পাঠিয়েছিলেন। ফিরিশতা জিজ্ঞাসা করলো: হে বৃদ্ধা! এগুলো কিসের আওয়াজ? যা আমি তোমার আশেপাশে শুনছি? বললো: অনেক ভয়ঙ্কর আওয়াজ, **আল্লাহ তায়ালা**র শপথ! খুবই ভয় করছে। এগুলো হিংস্র প্রাণীর আওয়াজ, এরা তো আমাকে খেয়েই ফেলবে। ফিরিশতা বললো: মন্দই হোক! একথা বলে ফিরিশতা চলে গেলো। হিংস্র প্রাণীগুলো তাকে আক্রমন করলো এবং তার খেল খতম করে দিলো। যখন সকাল হলো তখন তার লোভী স্ত্রী স্বামীকে বললো: যান এবং গিয়ে সংবাদ নিন যে, আমার মায়ের সাথে কি হয়েছে? সুতরাং তার স্বামী স্ত্রীর মায়ের সংবাদ নিতে জঙ্গলের দিকে চললো। যখন জঙ্গলে পৌঁছলো তখন সেখানে সে তার বৃদ্ধা শাশুড়ির হাড়গোড় পেলো। সে (হাড়গোড় নিয়ে) বাড়ি ফিরে এলো, যখন সে তার লোভী স্ত্রীকে তার মায়ের অবস্থা শুনালো তখন সে খুবই দুঃখ পেলো। স্বামী বৃদ্ধার হাড়গোড়গুলো একটি চাদরে নিলো এবং তা তার মেয়ের সামনে রেখে দিলো, লোভী মহিলা তার বৃদ্ধা মায়ের বিচ্ছেদের বেদনা সহ্য করতে পারেনি এবং সেও মারা গেলো। **(আল মুনতাযাম, যিকরি আকওয়ামু মিনাল কদমা, ২/১৬৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! লোভ খুবই মন্দ আপদ, লোভ মানুষকে অন্ধ করে দেয়, লোভ মানুষের মননে পর্দা ফেলে দেয়, লোভের ভয়াবহতার কারণে অন্তর থেকে খোদাভীতি বের হয়ে যায়, লোভের কারণে মানুষ আপনজনের শত্রুতে পরিনত হয়ে যায়, লোভের কারণে বান্দা মানুষের দয়াকে ভুলে যায়, লোভ মানুষকে গীবত ও চুগলখোড়ী করা, মনে কষ্ট দেয়া এবং বিনা কারণে অপবাদ লাগানোর প্রতি উদ্ভুদ্ধ করে, লোভ ফিতনাকে জাগ্রত করে, লোভ ভাল মন্দে পার্থক্যকে মিটিয়ে দেয়, লোভ মানুষকে অত্যাচারী বানিয়ে দেয়, লোভ বড়দের আদব করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়, লোভ মঙ্গল এবং কল্যাণের প্রেরণাকে শেষ করে দেয়, লোভ মানুষকে স্বার্থপর বানিয়ে দেয়, লোভ মানুষের অন্তর থেকে সহানুভুতির চেতনা দূর করে দেয়, লোভ দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্ততার কারণ হয়, লোভ মানুষকে অস্তিরতায় লিপ্ত করে দেয়, লোভ মানুষকে একা বানিয়ে দেয়, লোভ

মানুষকে একেবারে চারিদিক থেকে আঁকড়ে ধরে এবং লোভের পরিনতি খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে। মোটকথা লোভের ধ্বংসলীলা এতো বেশি যে, اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ।

সুতরাং বিচক্ষণতা এতেই যে, আমরা লোভ এবং অপরের সম্পদের দিকে দৃষ্টি রাখা থেকে বিরত থেকে অল্পেতুষ্টিতা এবং অনাড়ম্বরতাকে অবলম্বন করি, এতে আমাদের জীবনেও প্রশান্তি লাভ হবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতেও আমাদের এই অনেক বরকত নসীব হবে। বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে এই মাদানী ফুলও অর্জিত হলো যে, কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার পরিনতি খুবই ভয়াবহ হয়ে থাকে, কেননা যে ব্যক্তি কারো জন্য গর্ত খনন করে, অবশেষে একদিন তাকেই সেই গর্তে পতিত হতে হয়। যেমনটি

যে ব্যক্তি কারো জন্য গর্ত খনন তবে সে নিজেই তাতে পতিত হয়!

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا থেকে বর্ণিত যে, একবার হযরত কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ তাকে বললেন: "তাওরাত শরীফে রয়েছে, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য গর্ত খনন করে, তবে সে নিজেই তাতে পতিত হয়।" হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُمَا বলেন: "অনুরূপ বিষয়বস্তু তো কোরআনে পাকেও বিদ্যমান রয়েছে। হযরত কা'আব رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ জিজ্ঞাসা করলেন: কোথায়? তিনি رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বললেন: এই আয়াত পাঠ করে নিন:

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং মন্দ ষড়যন্ত্রের কুফল ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই আপতিত হয়।

(তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফাতির, ৪৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২৬১)

কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না

ইমাম যুহরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা কারো বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করো না এবং কোন ষড়যন্ত্রকারীকে সাহায্য করো না, কেননা **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِهٖ ؕ

(পারা ২২, সূরা ফাতির, আয়াত ৪৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং মন্দ ষড়যন্ত্রের কুফল ষড়যন্ত্রকারীদের উপরই আপতিত হয়।

(তাফসীরে কুরতুবী, সূরা ফাতির, ৪৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/২৬১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! লোভ ও লালসা দু'টি এমন শব্দ, যার অর্থ একই। লোভ ও লালসা হলো কোন জিনিষ আরো বেশি কামনা করার নাম এবং তা যেকোন জিনিষই হতে পারে।

লোভের সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: কোন জিনিষে মন না ভরা এবং সর্বদা বেশিই কামনা করাকে লোভ এবং লোভ করা ব্যক্তিকে লোভী (Greedy) বলা হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/৮৬) সুতরাং আরো সম্পদের কামনাকারীকে **"সম্পদের লোভী"** বলা হবে, আরো খাবারের কামনাকারীকে **"খাবারের লোভী"** বলা হবে, নেকী বৃদ্ধি কামনাকারীকে **"নেকীর লোভী"** আর গুনাহে বোঝা বৃদ্ধিকারীকে **"গুনাহের লোভী"** বলা হবে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"জান্নাতি যেওর"** এর **১১১** পৃষ্ঠায় রয়েছে: লোভ ও লালসা খাবার, পোষাক, বাড়ি, আসবাব, সম্পদ, সম্মান, প্রসিদ্ধি মোটকথা প্রত্যেক নেয়ামতেই হয়ে থাকে।

(জান্নাতি যেওর, ১১১ পৃষ্ঠা)

কিন্তু আজ আমরা যে লোভ সম্পর্কে শুনবো, তা হলো মন্দ লোভ। লোভী মানুষ খুবই আবেগী হয়ে থাকে, এই কারণেই যে, চালাক লোকেরা বিভিন্ন ধরনের লোভ দেখিয়ে তাকে বোকা বানিয়ে নিজের কাজ সিদ্ধি করে নেয়, যেমন; কখনো কোন চাকরীর প্রলোভন দিয়ে তার থেকে টাকা হাতিয়ে নেয়, কখনো তারা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কোম্পানির আকর্ষনীয় প্যাকেজের ফাঁদে ফেঁসে যায়, কখনো পুরস্কারের লোভ তাকে সারা জীবনের জমা পুঁজি থেকে বঞ্চিত করে দেয়, কখনো সে আরো ভালো চাকরীর আশায় বর্তমান চাকরীটাও হারিয়ে বসে, কখনো রাতারাতি ধনী হওয়ার লোভ তাকে ডুবিয়ে দেয়, সম্পদের লোভ কখনো তাকে বিভিন্ন মামলায় ফাঁসিয়ে দেয়, কখনো সে পদ ও পদবীর লোভে লিপ্ত হয়ে, ঘুষের লেনদেনের গুনাহে পরে যায় কিন্তু যখন চোখ খুলে তবে সে তার কৃতকর্মে অনেক আফসোস করে কিন্তু "তখন আফসোস করে কোন লাভ নেই"। আসুন! এরূপ একজন বোকা ও লোভী ব্যক্তির ঘটনা শ্রবণ করি, যে সম্মানের সহিত ডাল ভাত খেতো কিন্তু আরো ভাল খাওয়ার লোভ তাকে একজন ধনী বন্ধুর পদলেহন করতে বাধ্য করে দিলো, যার

কারণে শুধু তার সম্মান ক্ষুন্ন হলো না বরং তাকে অপমান ও অপদস্ততার মুখোমুখি হতে হলো।

সম্পদের লোভে বন্ধুত্ব করার পরিণতি

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"লোভ"** এর ২১৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: এক গরীব লোকের ৩জন সন্তান ছিলো, যাই ডাল ভাত পেতো তা নিজেও খেতো এবং তাদেরও খাওয়াতো। তাদের মধ্যে এক ছেলে পিতার দারিদ্র ও ডাল ভাতে খুশি ছিলো না, সুতরাং সে একজন ধনী যুবকের সাথে বন্ধুত্ব করে নিলো এবং ভাল খাবারের লোভে তার বাড়িতে আসা যাওয়া করতে লাগলো। একদিন তাদের মাঝে কোন কারণে বাকবিতন্ডা হয়ে গেলো। ধনী বন্ধুটি তার সম্পদের গর্বে তাকে অনেক মারলো এবং তার দাঁত ভেঙ্গে দিলো। তখন সেই গরীব বন্ধুটি মনে মানে তাওবা করে বললো: আমার বাবার মমতায় দেয়া ডাল ভাত এই মারামারি এবং অপমানের গ্রাস থেকে উত্তম, যদি আমি ভাল খাবারের লোভ না করতাম তবে আজ এতো মার খেতে হতো না এবং আমার দাঁতও ভাঙ্গতো না।

(লোভ, ২১৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনায় বিশেষকরে ঐসকল লোকদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল বিদ্যমান রয়েছে, যারা ধন সম্পদ বা পদ ও পদবী ইত্যাদির লোভে লিপ্ত হয়ে নিজের আখিরাতকে ঝুঁকিতে ফেলে দেয়, দ্বারে দ্বারে ধাক্কা খায় অতঃপর পরে অনুশোচনা করে। মনে রাখবেন! **আল্লাহ তায়ালা** যার যতটুকু রিযিক লিখে দিয়েছেন সে তা পাবেই, সুতরাং নিরাপত্তা এতেই যে, **আল্লাহ তায়ালা** যতটুকু আমাদের দান করেছেন, আমরা তাতেই তুষ্ট হতে শিখি, প্রয়োজনিয় রিযিকই উপার্জন করি এবং বেশি উপার্জনের লোভকে নিজের মন ও মনন থেকে বের করে দিই, কেননা মানব প্রকৃতিতে এই বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত যে, যদি তার নিকট ধন সম্পদের অনেক ভান্ডারও থাকে তবুও লোভ করা থেকে বিরত হয় না এবং আরো ধন সম্পদের আকাঙ্ক্ষা তার মনে অবশিষ্ট থাকে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বৃদ্ধের মন দু'টি জিনিষের ভালবাসায় যুবকই রয়ে যায়: (১) জীবনের এবং (২) সম্পদের ভালবাসা।

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৪০৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৪৬)

অপর এক স্থানে ইরশাদ করেন: যদি আদম সন্তানের নিকট স্বর্ণের দু'টি উপত্যাকা থাকে, তবে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তার নিকট আরো দু'টি উপত্যাকা হোক এবং তার মুখ মাটি ছাড়া আর কোন জিনিষেই পূর্ণ করতে পারবে না আর যে **আল্লাহ তায়ালার** তাওবা করবে তবে **আল্লাহ তায়ালা** তার তাওবা কবুল করেন।

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৪০৪ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৪৯)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে লোভ সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করেছেন যে, মানুষের লোভ কখনো পূর্ণ হয়না, যদি সে সোনায় ভর্তি উপত্যাকাও পেয়ে যায় তবুও আরো আকাঙ্ক্ষা করতে থাকে এবং কখনোই সে এটা ভাবে না যে, ব্যস এবার আমার আর ধন সম্পদের প্রয়োজন নেই। যাই হোক! আমাদের উচিৎ যে, আমরা সম্পদের প্রতি মন লাগানোর পরিবর্তে তা উত্তম স্থানে ব্যয় করে নিজের জন্য মুক্তির উপায় বানানো। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى সম্পদের প্রকৃতি সম্পর্কে ভালভাবে অবগত ছিলেন, এই কারণেই যে, এই ব্যক্তিত্বরা সারা জীবন সম্পদের নিন্দা এবং এর ধ্বংসযজ্ঞতা বর্ণনা করতেন। আসুন! শিক্ষা গ্রহনের জন্য বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কয়েকটি বাণী শ্রবণ করি এবং সম্পদের ভালবাসাকে সর্বদার জন্য নিজের মন ও মনন থেকে বের করে দিন।

সম্পদের নিন্দা সম্বলিত বুযুর্গানে দ্বীনদের বাণী সমগ্র

✻ হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! যে দিরহামকে (অর্থাৎ সম্পদ) সম্মান করে, **আল্লাহ তায়ালা** তাকে অপমানিত করেন। ✻ বর্ণিত আছে: সর্বপ্রথম দিরহাম ও দীনার তৈরী হয়, তখন শয়তান একে উঠিয়ে তার মাথায় রাখলো অতঃপর একে চুম্বন করলো এবং বললো: যে একে ভালবাসবে, সে আমার গোলাম হয়ে থাকবে। ✻ হযরত সায়্যিদুনা সুমাইত বিন আজলান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দিরহাম ও দীনার (অর্থাৎ ধন সম্পদ) মুনাফিকদের

লাগাম, তাদেরকে এর মাধ্যমে দোযখের দিকে টানা হবে। ✻ হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়ায رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দিরহাম হলো বিচ্ছু, যদি তুমি এর বিষ নামাতে না জানো তবে তা ধরো না, কেননা যদি তা দংশন করে তবে এর বিষ তোমায় ধ্বংস করে দিবে। আরয করা হলো: এর প্রতিকার কি? বললেন: হালাল পদ্ধতিতে অর্জন করা এবং ওয়াজিব হক (যাকাত ইত্যাদি) আদায় করা। ✻ হযরত সায়্যিদুনা আ'লা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়া খুবই সেজে গুঁজে আমার সামনে সুন্দরভাবে আসলো। আমি বললাম: আমি তোমার অনিষ্ট থেকে **আল্লাহ তায়ালার** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। সে বললো: যদি আপনি আমার থেকে নিরাপদ (Safe) থাকতে চান, তবে দিরহাম ও দীনারকে (অর্থাৎ ধন সম্পদ) ঘৃণা করুন, কেননা দিরহাম ও দীনার ঐ বস্তু, যার মাধ্যমে মানুষ সব ধরণের দুনিয়া অর্জন করতে পারে, সুতরাং যে এই দু'টির প্রতি ধৈর্যধারণ করবে অর্থাৎ দূরে থাকবে, সে দুনিয়া থেকেও ধৈর্যধারণ করে নিবে। ✻ সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ আরবী পংতি উদ্ধৃত করেছেন, যার অনুবাদ কিছুটা এরূপ: আমি তো (এই রহস্য) পেয়ে গেছি, সুতরাং তুমিও এটি ব্যতিত আর কোন ধারনা করো না এবং এটা মনে করো না যে, তাকওয়া এই দিরহামের (অর্থাৎ ধন সম্পদ) নিকট রয়েছে। তো যখন তুমি এর উপর (ধন সম্পদ) ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও তা ছেড়ে দিবে তবে জেনে রেখো যে, তোমার তাকওয়া একজন মুসলমানের তাকওয়া। কোন মানুষের জামায় লাগানো তালি বা চুল গিরার উপরে পাজামা অথবা তার কপালে যেখানে (সিজদার) চিহ্ন রয়েছে, তা দেখে ধোকা খেয়ো না বরং দেখো যে, সে দিরহামকে (অর্থাৎ ধন সম্পদ) ভালবাসে নাকি তা থেকে দূরে থাকে।

(ইহইয়াউল উলুম, ৩/২৮৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, সম্পদের ভালবাসা কিরূপ অশুভ আপদ। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমাদের সমাজ সম্পদের ভালবাসার ফাঁদে ওতপ্রতভাবে ফেঁসে গেছে, যাকেই দেখি তার মাঝে ধন সম্পদ জমা করা ও ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধি করার উম্মত্ততা লেগে আছে, **"টাকা যেমনই হোক"** এর মতো মন্দ ভাবনা হালাল ও হারামের পার্থক্যই শেষ করে দিয়েছে, এত উপার্জন করে নিয়েছে

যে, সাত পুরুষে খেলেও শেষ হবে না কিন্তু সম্পদ উপার্জনের নেশা কমার নামই নেয় না, অসংখ্য জায়গা জমি রয়েছে, ডজন খানেক কোম্পানির মালিক, আলিশান ডেকোরেশন সমৃদ্ধ বাড়ি নির্মাণ করেছে, উন্নত পোশাকে আলমারি ভর্তি হয়ে আছে, দোকান, ফ্যাক্টরী, পেট্রল পাম্প, হোটেল এবং মার্কেট থেকে লাখ লাখ টাকা ভাড়া আসছে, আলিশান কার রয়েছে, নতুন ল্যাপটপ, আইপেড, মোবাইল এবং নতুন নতুন মেশিন বিদ্যমান কিন্তু লোব কম হওয়ার পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পেতে থাকে। লোভের কারণে মিশ্রিত জিনিসকে খাঁটি আর দুই নম্বর জিনিসকে এক নম্বর বানিয়ে বিক্রি করে مَعَاذَ الله عَزَّوَجَلَّ তা **আল্লাহ তায়ালার** দয়ার নামকে মিটিয়ে দেয়া হচ্ছে, সম্মান ও প্রসিদ্ধি এবং পদের লোভে ঘুষ দেয়া এবং অপরের হক মারা থেকেও বিরত থাকছে না। উন্নত জীবন অতিবাহিত করার পরও কিছুটা এমন আকাঙ্ক্ষা অন্তরে থাকে যে,

আহ! আমিও যদি অমুকের ন্যায় মালিক হতাম, **আহ!** অমুকরে ন্যায় আমারও যদি আলিশান বাংলো বাড়ি থাকতো, **আহ!** আমারও অমুকের ন্যায় বিভিন্ন দেশে এবং শহরে বেড়ানোর ক্ষমতা থাকতো, **আহ!** আমিও যদি অমুকের ন্যায় আলিশান জীবন অতিবাহিত করতে পারতাম, **আহ!** আমিও যদি অমুকের ন্যায় পদ এবং পদবীর মজা ভোগ করতে পারতাম, **আহ!** আমিও যদি অমুকের ন্যায় জায়গা সম্পত্তির মালিক হতে পারতাম, **আহ!** আমার নিকটও যদি অমুকের ন্যায় নতুন গাড়ি, স্কুটার এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা থাকতো, **আহ!** অমুকের ন্যায় আমারও প্রসিদ্ধির সাড়া পরে যেতো ইত্যাদি।

আমরা চিন্তা করি! কখনো কি নেককার এবং সুন্নাতের উপর আমলকারীদের দেখে আমাদের মনেও সুন্নাতের উপর আমল এবং নেকীর কাজ করার লোভ জেগেছে? আশিকানে রাসূলের **খোদাভীতিতে** কান্না করতে দেখে কি আমরাও তাদের ন্যায় হওয়ার আশা করেছি? মক্কা ও মদীনা গমনকারীদের দেখে কি আমাদের মাঝেও হারামাঈনের যিয়ারতের জন্য অস্থিরতা সৃষ্টি হয়েছে? কাউকে ফরয নামায, তাহাজ্জুদ, ইশরাক ও চাশত, আওয়াবিন এবং সালাতুত তাওবার নামায পড়তে দেখে কি আমাদের মাঝেও এ সকল নামায পড়ার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে? কাউকে কোরআনের তিলাওয়াত করতে দেখে কি আমাদের মনেও কোরআন তিলাওয়াতের

লোভ হয়েছে? কোরআনে করীমের হাফিযাদের এবং ইলমে দ্বীন অর্জনকারীদের দেখে কি আমাদের মাঝেও কোরআনে করীম হিফয করার এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করার লিপ্সা জেগেছে? মাদানী ইনআমাতের উপর আমলকারীনিদের দেখে কি আমারদে মনেও মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং মাদানী কাফেরায় সফর করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে? ৮টি মাদানী কাজ, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ এবং মাদানী মুযাকারায় অংশগ্রহনকারী আশিকানে রাসূল ইসলামী বোনদেরকে দেখে কি আমাদের মাঝেও এই মাদানী কাজগুলো করার লোভ সৃষ্টি হয়েছে?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের মধ্যে অনেক সৌভাগ্যবানও রয়েছে, যারা বিভিন্ন সাংগঠনিক যিম্মাদারীতে দ্বীনের খেদমত করার সৌভাগ্য অর্জন করছেন, আমরা সবাই চিন্তা করি যে, আমার যেই দ্বায়িত্ব সেই অনুযায়ী কি আমি সময় দিতে পারছি নাকি পারছি না? নিজের যিম্মাদারীর চাহিদা কি পরিপূর্ণভাবে আদায় করতে পারছি নাকি পারছি না? আমার শহর/ এলাকা/ গ্রামে ৮টি মাদানী কাজ স্বতৎস্ফুর্তভাবে কি চালু আছে নাকি নাই? নতুন নতুন ইসলামী বোনদের উপর ইনফিরাদী কৌশিশ করে তাদেরকেও মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত করে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজ করার মতো বানানোর প্রেরণা আছে নাকি নাই? যদি উত্তর নেতিবাচক হয় তবে আমাদের এর লোভ থাকা উচিৎ যে, **আহ!** আমার যিম্মাদরীর সময়ে চারিদিকে সুন্নাতের মাদানী বসন্ত এসে যাক, মসজিদ নামাযীতে ভরে যাক, চারিদিকে মাদানী কাফেলার সারা পরে যাক, আমার দায়িত্বে যে লক্ষ্য রয়েছে তা পূরণ করতে যেনো সফল হয়ে যাই, **আল্লাহ তায়ালা** যেনো আমাকে ৮টি মাদানী কাজ আরো বৃদ্ধি করার লালসা নসীব করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেকীর লোভ করাতে দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা আর ধন সম্পদের লোভে দ্বীন ও দুনিয়ার ক্ষতিই বিদ্যমান, বান্দা ধন সম্পদের লোভে লিপ্ত হয়ে অনেক সময় মিথ্যার মতো মন্দ রোগে আক্রান্ত হয়ে যায়, দুনিয়াবী লোভের নেশা মানুষকে উত্তম সহচর্য থেকে বঞ্চিত করে দেয় এবং অবশেষে ধ্বংসের

দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আসুন! এবার ধৈর্য সহকারে দুনিয়ার সম্পদের প্রতি ভালবাসা এবং দুনিয়াবী লালসায় লিপ্তদের পরিনতি সম্বলিত শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করুন এবং শিক্ষা অর্জন করুন।

তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেলো?

হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর সামনে এক ব্যক্তি আরয করল, "ইয়া রূহুল্লাহ! আমি আপনার বরকতপূর্ণ সংস্পর্শে থেকে আপনার খিদমত করতে ও শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করতে চাই।" তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাকে অনুমতি দিলেন। চলতে চলতে যখন উভয়ে একটি নদীর কিনারায় পৌঁছলেন তখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "এসো খাবার খেয়ে নিই।" তাঁর عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নিকট তিনটি রুটি ছিলো। একটি করে রুটি উভয়ে খেয়ে নিলেন, যখন হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নদী থেকে পানি পান করছিলেন তখন ঐ ব্যক্তি তৃতীয় রুটিটি লুকিয়ে ফেললো। যখন তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পানি পান করে ফিরে আসলেন তখন রুটি না পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেলো?" সে মিথ্যা বলল: "আমি জানিনা।" তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام নীরব রইলেন, একটু পরে বললেন: "এসো, সামনে অগ্রসর হই।" রাস্তায় একটি হরিণী দেখা গেল যেটার সাথে দুইটি বাচ্চাও ছিলো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হরিণীর একটি বাচ্চাকে নিজের কাছে ডাকলে সেটা এসে গেলো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام সেটা জবাই করে ভুনা করে উভয়ে খেলেন। মাংস খাওয়ার পর তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام হাড়গুলো একত্রিত করে বললেন: "قُمْ بِاِذْنِ اللّٰه (**আল্লাহ তায়ালার** নির্দেশে জীবিত হয়ে উঠে যাও) হরিণীর বাচ্চাটি জীবিত হয়ে তার মায়ের সাথে চলে গেলো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ ব্যক্তিকে বললেন: "তোমাকে ঐ **আল্লাহর** শপথ! যিনি আমাকে এ মুজিযা দেখানোর শক্তি দান করেছেন। সত্যি করে বলো, "তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেলো?" সে বললো: "আমি জানিনা।" বললেন: "এসো সামনে অগ্রসর হই।" চলতে চলতে একটি সমুদ্রের নিকট পৌঁছে বসে গেলেন। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ ব্যক্তির হাতে ধরে পানির উপর হেঁটে সমুদ্রের ওপারে পৌঁছে গেলেন। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام ঐ ব্যক্তিকে বললেন: "তোমাকে ঐ খোদার শপথ! যিনি আমাকে এ মুজিযা দেখানোর শক্তি দান

করেছেন। সত্যি করে বললো যে, ঐ তৃতীয় রুটিটি কোথায় গেলো?" সে বললো: "আমি জানিনা।" তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "এসো সামনে অগ্রসর হই।" যেতে যেতে এক মরুভূমিতে পৌঁছলেন। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বালুর একটি স্তুপ তৈরী করলেন আর বললেন: "হে বালির স্তুপ! **আল্লাহর** নির্দেশে স্বর্ণ হয়ে যাও।" তা সাথে সাথে তা স্বর্ণে পরিণত হলো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সেটাকে তিন ভাগ করার পর বললেন: "এ একভাগ আমার ও একভাগ তোমার এবং এক ভাগ তার যে ঐ তৃতীয় রুটিটি নিয়েছে।" একথা শুনতেই ঐ ব্যক্তি বলে উঠলো: "ইয়া রূহুল্লাহ! ঐ তৃতীয় রুটিটি আমিই নিয়েছি। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বললেন: "এসব স্বর্ণ তুমিই নিয়ে নাও। অতঃপর তাকে ত্যাগ করে সামনে অগ্রসর হলেন। ঐ ব্যক্তি স্বর্ণগুলো চাদরে মুড়িয়ে একাকী রওয়ানা হয়ে গেলো। রাস্তায় তার সাথে দু'জন লোকের সাক্ষাৎ হলো। তারা যখন তার কাছে স্বর্ণ দেখলো, তখন তাকে হত্যা করার জন্য প্রস্তুত হলো যাতে স্বর্ণ নিয়ে নিতে পারে। ঐ ব্যক্তি প্রাণ রক্ষার জন্য বললো: "তোমরা আমাকে হত্যা কেন করবে! (চলো) আমরা এ স্বর্ণগুলো তিনভাগ করে নিই এবং এক ভাগ করে বন্টন করে নিই। ঐ দু'জন এ কথায় রাজী হয়ে গেলো। ঐ ব্যক্তি বললো: এটা ঠিক হবে যে, আমাদের একজন সামান্য স্বর্ণ নিয়ে নিকটস্থ শহরে গিয়ে খাবার কিনে আনবে যাতে পানাহার করে স্বর্ণ বন্টন করে নেব। সুতরাং তাদের একজন শহরে গেলো। খাবার কিনে ফেরার সময় সে ভাবলো, এটা ঠিক হবে যে, খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দেব, যাতে তারা দু'জন খেয়ে মরে যাবে। আর সম্পূর্ণ স্বর্ণ আমিই পেয়ে যাব। এটা ভেবে সে বিষ কিনে খাবারের সাথে মিশিয়ে দিলো। ওদিকে ঐ দু'জনও এ ষড়যন্ত্র করলো যে, যেইমাত্র সে খাবার নিয়ে আসবে আমরা উভয়ে মিলে তাকে মেরে ফেলব। তারপর সম্পূর্ণ স্বর্ণ অর্ধেক করে ভাগ করে নেব। সুতরাং যখন ঐ ব্যক্তি খাবার নিয়ে পৌঁছলো। তখন তারা উভয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তাকে মেরে ফেললো। এরপর আনন্দিত হয়ে খাওয়ার জন্য বসলে বিষ নিজের কাজ শুরু করলো আর এরা দু'জনও অস্থির হয়ে মরে গেলো আর স্বর্ণ সেভাবেই পড়ে রইলো। এরপর হযরত সায়্যিদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام ফিরে আসার সময় কিছু লোক তাঁর সাথে ছিলো। তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام স্বর্ণ ও লাশ তিনটির দিকে ইশারা

করে সাথীদের বললেন: "দেখো দুনিয়ার এ অবস্থা, সুতরাং তোমাদের জন্য আবশ্যক যে, এটা থেকে বেঁচে থেকো। (ইত্তেহাফুস সাদাতুল মুত্তাকীন, ৯/৮৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

খাওয়া দাওয়ার লোভ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে ধন-সম্পদের লোভ আমাদের সমাজকে উইপোকার ন্যায় খেয়ে যাচ্ছে, অনুরূপভাবে খাওয়া দাওয়ার লোভও এখন সবখানে ছড়িয়ে পরেছে। শিশু হোক বা বড়, যুবক হোক বা বৃদ্ধ, পুরুষ হোক বা মহিলা, ধনী হোক বা গরীব মোটকথা খাওয়া দাওয়ার লোভ সকলকেই তার প্রেমিক বানিয়ে রেখেছে। মানুষ টাকা দিয়ে বাজারের পণ্য এবং খাবারের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের **"রোগ বালাই"**ও কিনতে ব্যস্ত, চারিদিকে পানাহারের জিনিস কিনার সাড়া পরে গেছে, বর্তমানে ফুড কালচারের যুগ, এক একটি মহল্লায় কয়েকটি হোটেল, রেস্টুরেন্ট এবং ফাস্ট ফুডের দোকান খুলে বসে আছে, চারিদিকে কাবাব সমুচা, রোল, হালুয়া পুরি, তিল্লি, কলিজা, বট (ভুড়ি), ফিস ফ্রাই, ফিঙ্গার চিপস (Finger Chips) ইত্যাদির দোকান দেখা যাচ্ছে, চারিদিকে বিরিয়ানী, পোলাও, নিহারী, পায়া, বার্গার, পিৎজা, পরটা, শিখ কাবাব, ব্রোষ্ট, চিকেন টিক্কা এবং বারবি কিউর সুগন্ধি ছড়াচ্ছে, চা, কফি, আইসক্রিম, রাবড়ী, মাঠা, লাবাং, লাচ্ছি, ফ্রুট চাটনি এবং কোল্ড ড্রিংক্সের দোকানের সমারোহ। প্রয়োজনে কিনার পাশাপাশি অনেকে শুধুমাত্র নফসের স্বাদ লাভের জন্য পানাহারের জিনিসের উপর মাছির মত ভনভন করে থাকে, যাই হাতে আসছে খেয়ে নিচ্ছে, যাই পাচ্ছে হজম করে নিচ্ছে। সাধারনত বিয়ে শাদী এবং ওলীমা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে এরূপ ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে। খাবার শুরু হতেই খাওয়ার লোভে লিপ্ত লোকেরা এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পরে, যেনো ক্ষুধার্ত হিংস্র প্রাণী তার শিকারের উপর হামলা করে থাকে। এই সময় হাত ধোয়া তো দূরে থাক "بِسْمِ اللهِ" শরীফ এবং খাবারের দোয়াও যদি কেউ পড়ে থাকে তবে অনেক বড় কিছু। এরূপ লোকদের দেখে মনে হয় যে, এটা হয়তো তাদের জীবনের শেষ খাবার, এরপর সারা জীবন তাদের আর এরূপ ভাল খাবার নসীব হবে না। যেহেতু লোভী ব্যক্তির মনে খাবার শেষ হয়ে যাওয়ার বা

কম পরে যাওয়ার ভয় থাকে, সেহেতু সে তার প্লেটকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার দ্বারা পূর্ণ করে নেয়, অনেক খাবার নষ্ট করে, ভালভাবে না চিবিয়েই গিলে ফেলে এবং পরে ডাক্তারের নিকট যেতে হয়। **আহ!** খাবারের লোভ এতই প্রাধান্য লাভ করেছে যে, না দুনিয়াবী ক্ষতির চিন্তা হচ্ছে, না নামায রোযা আদায়ের হুঁশ, না নেক কাজে ব্যয় করার মানসিকতা, না গরীব আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের তোয়াক্কা এবং না আখিরাতের হিসাবের খেয়াল। খাবারের লোভীর ব্যস এই আশাই থাকে যে, খাও, খাও, ব্যস খাও এবং খেয়েই যাও। যেনো আজ চারিদিকে এই আহবানই শুনা যাচ্ছে যে, **খাও! দাও! আয়েশ করো!**

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সাধারন ডাল ভাত হোক বা সুস্বাদু মজাদার খাবার, পেটে যাওয়ার পর সব এক হয়ে যাবে। গ্রাস কণ্ঠনালি নিচে যেতেই এর স্বাদ শেষ হয়ে যায়। যাই হাতে আসে তা পেটে পুরে দেয়া এবং পেট ভরে খাওয়ার অসংখ্য দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি রয়েছে। আসুন! বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বাণীর আলোকে বেশি খাওয়ার ক্ষতি সমূহ এবং খাওয়ার লোভ থেকে নিজেকে বাঁচানোর উপায় বের করুন।

মোটা শরীরের বিপদ

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহইয়া বিন মুয়াজ রাজী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: যে পেট ভরে খেতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তার শরীরে মাংস বেড়ে যায়, যার শরীরে মাংস বেড়ে যায়, সে কামভাবের বশবর্তি হয়ে যায়, যে কামভাবের বশবর্তি হয়ে যায়, তার গুনাহ বৃদ্ধি পেয়ে যায়, যার গুনাহ বৃদ্ধি পেয়ে যায় তার অন্তর শক্ত হয়ে যায় এবং যার অন্তর শক্ত হয়ে যায়, সে দুনিয়ার আপদ এবং রঙ তামাশায় ডুবে যায়।

(আল মুনাব্বিহাত লিল আসকালানী, ৫ম অধ্যায়, ৫৯ পৃষ্ঠা)

পেটে গুনাহের আক্রমণ

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: বেশি খাওয়াতে অঙ্গে ফিতনা সৃষ্টি হয়ে যায়, অঙ্গে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করা আরো অহেতুক কাজ করার প্রতি ধাবিত করে। যখন মানুষ পেট ভরে খেয়ে নেয় তখন তার শরীরে অহঙ্কার এবং চোখে কুদৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়, কান মন্দ কথা শুনা পছন্দ

করে। মুখ অশ্লিল কথা বলার চেষ্টা করে, লজ্জাস্থান কামনা পূর্ণ করার দাবি করে, পা নাজায়িয স্থানের দিকে যাওয়ার জন্য অস্তির হয়ে যায়। এর বিপরীতে যদি মানুষ ক্ষুধার্ত হয় তবে সকল অঙ্গ (Body Parts) শান্ত থাকে। না তো কোন গুনাহের লোভ করে আর না কোন গুনাহ দেখে খুশি হয়।

হযরত সায়্যিদুনা আবু জাফর رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: পেট যদি ক্ষুধার্ত হয় তবে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ শান্ত থাকে, কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা করে না। হ্যাঁ! যদি পেট ভরা থাকে তবে অন্যান্য অঙ্গ ক্ষুধার্ত থাকার কারণে বিভিন্ন খারাপ কাজের দিকে আগ্রহান্বিত হয়ে যায়। (মিনহাজু আবেদিন, ৮৩-৮৬ পৃষ্ঠা)

তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতার মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতার কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি: (১) অল্পেতুষ্টিতা কখনেই শেষ না হওয়ার ভান্ডার। (আয যহ্দুল কবীর, ৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১০৪) (২) নিশ্চয় সেই ব্যক্তি সফল হবে, যে ইসলাম গ্রহন করেছে, তাকে এতটুকু পরিমান রিযিক দেয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে এবং **আল্লাহ তায়ালা** যা কিছু দিয়েছেন তাতে অল্পেতুষ্টিতাও দান করেছেন। (মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, ৪০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৫৪) ✲ অল্পেতষ্টিতার সংজ্ঞা: মানুষ যা কিছু **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে অর্জন করে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে জীবন অতিবাহিত করে লোভকে ছেড়ে দেয়াকে অল্পেতুষ্টিতা বলে। (জান্নাতী যেওর, ১৩৬ পৃষ্ঠা) ✲ দৈনন্দিন ব্যবহৃত জিনিস না থাকাতেও সন্তুষ্ট থাকা হচ্ছে অল্পেতুষ্টিতা। (আত তারিফাত লিল জুরজানি, ১২৬ পৃষ্ঠা) ✲ শায়খ আবু আলী দাক্কাক رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيۡهِ বলেন: তাওয়াক্কুলে তিনটি স্তর রয়েছে: (১) **আল্লাহ তায়ালা**র স্বত্বার উপর ভরসা করা, (২) তাঁর আদেশ মান্য করা এবং (৩) নিজের সবকিছু তাঁর উপর সমর্পন করে দেয়া। (রিসালাতু কুশাইরিয়া, ২০৩ পৃষ্ঠা) ✲ দুনিয়াবী বিষয়ে অল্পেতুষ্টি এবং ধৈর্য ধারণ করা উত্তম কিন্তু আখিরাতের বিষয়ে লোভ এবং অধৈর্য উত্তম, দ্বীনের কোন মর্যাদা বিক্রি করে অল্পেতুষ্টতা করো না, সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করো। (মিরাতুল মানাজিহ, ৭/১১২) ✲ লোভ অনেক খারাপ এবং খুবই মন্দ অভ্যাস, **আল্লাহ তায়ালা**র পক্ষ থেকে বান্দ যা রিযিক ও নেয়ামত এবং ধন সম্পদ ও মান

সম্মান পেয়েছে, তাতে সন্তুষ্ট হয়ে অল্পেতুষ্ট হওয়া উচিৎ। (জান্নাতি যেওর, ১১০ পৃষ্ঠা) ✵ যার লুলোপ দৃষ্টি মানুষের সম্পদকে দেখতে থাকে, সে সর্বদা দুঃখিত থাকবে। (রিসালাতু কুশাইরিয়া, ১৯৮ পৃষ্ঠা) ✵ বালআম বিন বাউরা যে অনেক বড় আলিম এবং মুসতাজাবুদ দাওয়াত ছিলো (অর্থাৎ তার দোয়া প্রায় কবুল হতো), লোভ ও লালসা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে ধ্বংস করে দিলো। (মলফুযাতে আলা হযরত, ৩৬৭ পৃষ্ঠা) ✵ **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন: ঐ ব্যক্তি আমার নিকট সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী, যে আমার প্রদত্ত জিনিষে সবচেয়ে বেশি অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করে। (ইবনে আসাকির, ৬১/১৩৯)